দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

106

প্রশ্নপত্র নিয়ে ব্যবসা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রির দায়ে সিলেটে দুই তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনই ছাত্র। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র এবারও কুমিল্লা বোর্ডের। স্মর্তব্য, গত কয়েক বছর ধরেই কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া আর খোলাবাজারে বিক্রয়ের অভিযোগ উঠছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য বলেও প্রমাণিত হয়েছে। এবারও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছিল। তবে পরে তা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।

সিলেটের এই শেষ খবরে আমরা খুবই বেদনা বোধ করছি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে দু'জন শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্টতা। প্রশ্নপত্র নিয়ে এই অসাধু এবং সর্বনাশা ব্যবসায়ের সঙ্গে যে অসাধু চক্র জড়িয়ে আছে তারা সমাজের জঘন্যতম শত্রু। ওরা শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর সর্বনাশ ঘটিয়ে কার্যত জাতির ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। এমন একটি হীন তৎপরতায় আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা জড়িয়ে পড়বে, এরচে বেদনার বিষয় আর কি হতে পারে।

কথিত প্রশ্নপত্রের সত্যাসত্য এখনো নির্ণীত হয়নি। আমরা এ দিকটিকে গুরুত্বও দিতে চাই না। প্রশ্নপত্র বিক্রয়–বিতরণের নামে এই প্রতারণাই একটি নিন্দনীয় অপরাধ। আমরা মনে করি, এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট অপরাধীচক্রের মূলোৎপাটন প্রয়োজন। কেবল দু'ব্যক্তির দ্বারা এজাতীয় অপরাধ সংগঠিত হতে পারে না। এর পেছনে আরো লোক আছে। ধৃত ব্যক্তি–দের সূত্র ধরে এ অপরাধের উৎসে পৌঁছা কঠিন হওয়ার কথা নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া রোধ করার সর্বোত্তম পন্থা হবে সংশ্লিষ্ট চক্রের মূলোৎপাটন।

এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলের কাছে এজাতীয় প্রলোভন এড়িয়ে চলার আবেদন রাখতে চাই। 'ফাঁস করা প্রশ্নপত্র' নাম শুনেই ঝাঁপিয়ে না পড়লে এ অপরাধ এমনিতেই নিরুৎসাহিত হতে বাধ্য। ফাঁস করা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষায় উচ্চতর নম্বর সংগ্রহ করা হলেও শিক্ষা এবং পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তদুপরি এজাতীয় ঘটনায় প্রায়ই প্রতারণার শিকার হয়ে অর্থ আর নৈতিক মনোবল হারাতে হয়। এরচেয়ে বড় ক্ষতি একজন তরুণের জীবনে কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্নপত্র নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত দু'ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার এ সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য। তবে এ উদ্যোগ যেন এখানেই থেমে না যায়। দেশে শিক্ষা পরিস্থিতিতে উন্নতির আভাস দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি, শিক্ষাকে যাব–তীয় আবিলতা থেকে মুক্ত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। পরীক্ষা আর শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে যারা অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত, জঘন্যতম সমাজবিরোধীদের পাশেই তাদের স্থান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য বা অনুকম্পার অবকাশ নেই।